কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন

উৎসব মুখর পরিবেশে কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমানের প্রথম দিনের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ টি বিদ্যালয় আর ৯ টি মাদ্রাসা থেকে এ বছর পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেছেন ২৩০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার ৬ টি কেন্দ্র ও ২ ভেনু কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পরিক্ষা নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকার বলেন,এ বছর কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমান পরিক্ষায় ৩৩ টি প্রতিষ্ঠানের ২৩০৮ জন ছাত্র ছাত্রী পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেন। যা নেয়া হচ্ছে ৬ টি কেন্দ্র ও ২ টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে।

এসব কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসা, সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমী ও উপকেন্দ্র দারুল উলুম আলীম মাদ্রাসা,তালসার কাজী লুৎফর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উপকেন্দ্র তালসার জিটি কলেজ।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ছিল বাংলা পরিক্ষা। প্রথম দিনের পরিক্ষা উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে পরিক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ১৭ জন ছাত্র ছাত্রী।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে বলেন,শান্তি পূর্ন ভাবে প্রথম দিনের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কোথায় কোন ধরনের অনাকাক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। এ ছাড়া কোন ছাত্র ছাত্রী বহিস্কারও হয়নি।

মেহেরপুরে এসএসসি-তে জিপিএ ৫

প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব শিক্ষার্থী এবং বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারীকে সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়।

সকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গোপালগঞ্জ কাজী জহুরুল হক কলেজের সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের সাব্বির হোসেন এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আয়েশা বিনতে রাশেদ তিথির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাহফুজুল হোসেন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ একরামুল আজিম সহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর এম.এইচ.এ বালিকা

বিদ্যালয় এসএসসি ফরম পুরনে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের এম.এইচ.এ (মহাম্মদপুর হোগলবাড়িয়া আকুবপুর) বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, স্কুলের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এম.এইচ.এ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফি আদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছে না। অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এসএসসির ফরম পূরণে বিজ্ঞান বিভাগে বোর্ড ও কেন্দ্র ফি ১৯৭০ টাকার পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে ২৩০০ টাকা এবং মানবিক বিভাগে বোর্ড ও কেন্দ্র ফি ১৮৫০ টাকার পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে ২২৫০ টাকা যা নির্ধারিত টাকার চেয়ে অনেক বেশি। বোর্ড নির্ধারিত ফি’র চাইতে অতিরিক্ত ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেক অভিভাবক।

আবার অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবনের কথা চিন্তা করে ধার-দেনা করে টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা লক্ষ্য করা গেছে। একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকরা টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না। শিক্ষকরা শিক্ষাকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই শিক্ষার্থী তাদের রশিদ দেখিয়ে জানায়, বোর্ড নির্ধারিত ফিস এর থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ থেকে চারশ টাকা করে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছে থেকে বেশি নেওয়া হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে শিক্ষকরা কোন জবাব দেয় না।

এম.এইচ.এ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মো: রফিকুল ইসলাম জানান, আমরা বোর্ড নির্ধারিত ফিস এর বাইরে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছিনা। তবে তিনি বলেন আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উন্নায়ন ফিস বাবদ টাকা নিয়েছি।

তবে উন্নয়ন ফি’র নামে বিজ্ঞান শাখায় ৩০০ টাকা এবং মানবিক শাখায়

২৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একই প্রতিষ্ঠানে দুই রকম উন্নয়ন ফি কেন জানতে চাইলে তিনি কোন জবাব দিতে পারেন নি। উন্নয়ন ফিস নিতে পারেন কি না জানতে চাইলে, তিনি বলেন ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে টাকা নেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার বলেন, অতিরিক্ত ফি নেয়া হয়েছে কিনা বিষয়টি আমার জানা নেই, যদি অতিরিক্ত ফি নেয়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলার রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি, অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে অফিসে ডাকা হয়েছে, সে কিছুদিন সময় নিয়েছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য।
- এ সিদ্দিকী শাহিন